দৈনিক ইনকিলাব

২১৫

তারিখ ... OCT 29 1999 ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ২ ...

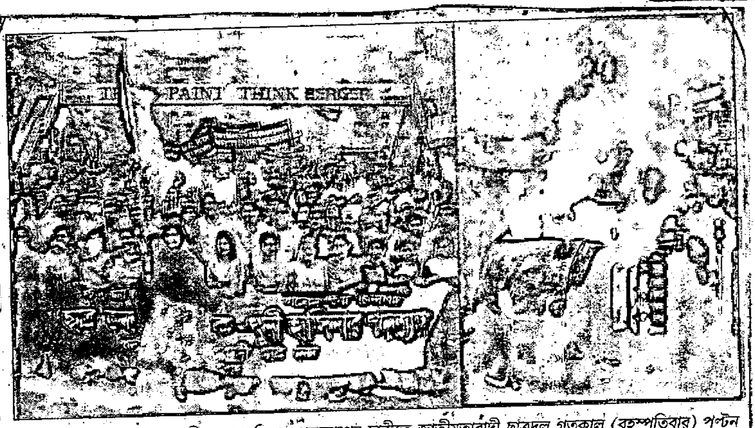

ইনকিলাব ঃ (বামে) প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পদত্যাগের দাবীতে জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল গতকাল (বৃহস্পতিবার) পল্টন ময়দান থেকে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় অভিমুখে কালো পতাকা নিয়ে বিশাল বিক্ষোভ মিছিল বের করে। (ডানে) পথিমধ্যে পুলিশ মিছিলে হামলা চালালে বিক্ষুব্ধ ছাত্ররা রাস্তায় একটি বেবীট্যাক্সিতে আগুন ধরিয়ে দেয়

গাড়ী ভাঙচুর অগ্নিসংযোগ ঃ শনিবার দেশব্যাপী বিক্ষোভ

ছাত্রদলের শান্তিপূর্ণ মিছিলে পুলিশের ন্যক্কারজনক হামলা ঃ অর্ধ শতাধিক কর্মী আহত ঃ গ্রেফতার ৭

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার ঃ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পদত্যাগের দাবীতে গতকাল (বৃহস্পতিবার) রাজধানীতে আয়োজিত জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের কালো পতাকা মিছিলে পুলিশ বর্বরোচিত হামলা চালালে ছাত্র দলের অর্ধ শতাধিক কর্মী আহত হয়। পুলিশ ছাত্রদলের ৭ জন কর্মীকে গ্রেফতার করে। এর প্রতিবাদে বিক্ষুব্ধ ছাত্রদল কর্মীরা নগরীর বিভিন্ন স্থানে প্রায় অর্ধ শতাধিক গাড়ী, বিপণি কেন্দ্রের গ্লাস ভাঙচুর ও তিনটি বেবী ট্যাক্সিতে অগ্নিসংযোগ করে। শান্তিপূর্ণ কালো পতাকা মিছিলে পুলিশের এ ন্যক্কারজনক হামলার প্রতিবাদে ছাত্রদল আগামীকাল (শনিবার) দেশব্যাপী বিক্ষোভ সমাবেশ করবে!

'সরকার হঠাও'—এ এক দফা দাবীতে দেশব্যাপী কালো পতাকা মিছিলের কেন্দ্রীয় কর্মসূচীর অংশ হিসেবে গতকাল সকাল থেকে ছাত্রদলের বিভিন্ন শাখার নেতা-কর্মীরা কালো পতাকা হাতে মিছিল নিয়ে পল্টন ময়দানে জমায়েত হতে থাকে। মিছিলে মিছিলে পল্টন ময়দান জনারণ্যে পরিণত হয়। ছাত্রদল কর্মীদের মুহুর্মুহু শ্লোগানে পল্টন ময়দান মুখরিত হয়ে উঠে। সেখানে এক সমাবেশ শেষে বেলা পৌনে ১২টার দিকে ছাত্রদলের হাজার হাজার নেতা-কর্মী কালো পতাকা, কালো ব্যানারসহকারে পল্টন ময়দান থেকে বিক্ষোভ মিছিল বের করে। 'ছাত্র সমাজের দাবী এক, শেখ হাসিনার পদত্যাগ', 'এক দফা এক দাবী, শেখ হাসিনা কবে যাবি' প্রভৃতি মুহুর্মুহু শ্লোগান নিয়ে ছাত্রদলের বিশাল মিছিলটি জিরোপয়েন্ট পেরিয়ে পল্টন মোড়ের বাম দিকে তোপখানা রোড হয়ে প্রেস ক্লাব অভিমুখে অগ্রসর হলে হাজার হাজার দাঙ্গা পুলিশ মিছিলের গতিরোধ করে। পরে মিছিলটি তোপখানা রোড, বিজয়নগর হয়ে সামনের দিকে অগ্রসর হলে কাকরাইল মোড়ে পুলিশ আবার বাধা দেয়। পুলিশী বাধার সম্মুখীন হয়ে বিশাল বিক্ষোভ মিছিলটি তখন জঙ্গী রূপ ধারণ করে। এক পর্যায়ে মিছিল রাজমনি সিনেমা হল থেকে ডান দিকে টার্ন নিয়ে শান্তিনগর হয়ে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় অভিমুখে রওয়ানা হলে পুলিশ অতর্কিত হামলা চালায়। শত শত দাঙ্গা

৭-এর পৃঃ ৫-এর কঃ দেখুন

ছাত্রদলের মিছিলে পুলিশের হামলা

প্রথম পৃষ্ঠার পর

পুলিশ এসময় মিছিলের পেছন দিক থেকে বেপরোয়াভাবে লাঠিচার্জ শুরু করে। হাজার হাজার ছাত্র-ছাত্রী এসময় দিগ্বিদিক ছুটাছুটি শুরু করে। পুলিশের বেধড়ক লাঠিচার্জে ছাত্রদলের প্রায় অর্ধ শতাধিক নেতা-কর্মী আহত হয়।

পুলিশী হামলার প্রতিবাদে বিক্ষুব্ধ ছাত্রদল কর্মীরা এ সময় ইট-পাটকেল নিক্ষেপ করতে শুরু করে। ইট-পাটকেলের আঘাতে কর্ণফুলী গার্ডেন সিটির ৬টি গ্লাস ভেঙে যায়। মিছিল থেকে ছত্রভঙ্গ হয়ে যাওয়া বিক্ষুব্ধ ছাত্রদল কর্মীরা শান্তিনগর থেকে বেইলি রোড পর্যন্ত প্রায় ৩০/৩৫টি গাড়ী ও মাইক্রোবাস ভাঙচুর করে। এছাড়াও ছাত্রদলের কর্মীরা বিভিন্ন স্থানে আরো ১০/১৫টি গাড়ী ভাঙচুর করে এবং নয়া পল্টনের সামনে ১টি ও দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনে আরো ২টি বেবিট্যাক্সিতে আগুন লাগিয়ে দেয়।

তুমুল হাঙ্গামায় গোটা এলাকা এ সময় অশান্ত হয়ে উঠে। মার্কেটসমূহও বন্ধ হয়ে যায়। শান্তিনগরসহ আশপাশের এলাকা অচল হয়ে পড়ে। যানবাহন চলাচল দীর্ঘক্ষণ বন্ধ থাকে। পুলিশ এ সময় বিভিন্ন স্থানে হামলা চালিয়ে ছাত্রদলের ৭ জন কর্মীকে গ্রেফতার করে। গ্রেফতারকৃতরা হচ্ছে- মনিরুজ্জামান রাজু, মাসুদ আলম, সোহাগ, সুধনচন্দ্র দাস, রবিন, নাজমুল করিম পারভেজ, সেলিম হোসেন।

শান্তিপূর্ণ মিছিলে পুলিশের ন্যক্কারজনক হামলার প্রতিবাদে ছাত্রদল আগামীকাল শনিবার দেশব্যাপী বিক্ষোভ সমাবেশ করবে।

এদিকে কালো পতাকা মিছিল আরম্ভ হওয়ার পূর্বে পল্টন ময়দানে অনুষ্ঠিত এক বিক্ষোভ সমাবেশে ছাত্রদল সভাপতি হাবিব-উন-নবী সোহেল দেশ পরিচালনার সর্বক্ষেত্রে ব্যর্থ, অযোগ্য সরকারকে উৎখাত করার জন্য ছাত্রসমাজের প্রতি আহবান জানিয়েছেন। তিনি বলেন, আওয়ামী সরকারের দুঃশাসনের মসনদ নড়ে উঠেছে। শেখ হাসিনার পতন না হওয়া পর্যন্ত ছাত্রদল নেতা-কর্মীরা ঘরে ফিরে যাবে না। তিনি বলেন, দেশের সার্বভৌমত্ব নিয়ে শেখ হাসিনা পুতুল খেলছেন। তার হাতে এ দেশের মানুষের গণতন্ত্রও নিরাপদ নয়। হাবিব-উন-নবী সোহেল সরকারকে পদত্যাগ করার আহবান জানিয়ে বলেন, অন্যথায় কঠোর কর্মসূচী দিয়ে সরকারকে অচল করে দেয়া হবে। সমাবেশে আগামী ৪ নভেম্বর চট্টগ্রাম, ১৫ নভেম্বর রাজশাহী, ১৮ নভেম্বর বরিশাল ও ২২ নভেম্বর সিলেট বিভাগে ছাত্র সমাবেশের কর্মসূচী ঘোষণা করা হয়। সমাবেশে আরো বক্তব্য রাখেন ছাত্রদল সাধারণ সম্পাদক নাসির উদ্দিন আহমেদ পিন্টু। তিনি বলেন, প্রয়োজনে বুকের তাজা রক্ত ঢেলে দিয়ে ছাত্র-জনতা দেশনেত্রী খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধভাবে হাসিনা সরকারের পতন ঘটিয়ে দুঃশাসকদের বিচার করবে।

এ সময় অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ছাত্রদলের সিনিয়র সহ-সভাপতি মঞ্জুর-ই-এলাহী, মনোয়ার হোসেন রানা, মোজাফফর হোসেন জাকির, হেলেন জেরিন খান, তরিকুল ইসলাম রনি, এবিএম মোশাররফ হোসেন, এসএম নূরুজ্জামান, রফিক সিকদার, আকম মোজাম্মেল হক, আব্দুল খালেক হাওলাদার, সাগীর আহমেদ, আজীজুল বারী হেলাল, হাসান জাকির তুহিন,

রকিবুল ইসলাম বকুল, মোতাহার হোসেন তালুকদার, মাহবুবুল হক নান্নু, মুন্সী বজলুল বাসিত আঞ্জু, মনির হোসেন, নূরুল ইসলাম খান মাসুদ, রেহানা আক্তার রানু, সুলতান সালাউদ্দিন টুকু, এমএ হাশেম রাজু, হাসান মঞ্জুর প্রমুখ।

এছাড়া দেশব্যাপী কর্মসূচী হিসেবে গতকাল চট্টগ্রাম বিভাগ, রাজশাহী বিভাগ, খুলনা বিভাগ, বরিশাল বিভাগ, সিলেট বিভাগের সকল জেলায় কালো পতাকা কর্মসূচী সফলভাবে পালিত হয়। ঢাকা বিভাগের সকল জেলার কর্মসূচী শান্তিপূর্ণভাবে পালিত হয়।

এদিকে জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের শান্তিপূর্ণ কালো পতাকা মিছিলে পুলিশী হামলার নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়ে বিএনপি'র ছাত্রবিষয়ক সম্পাদক আমান উল্লাহ গতকাল বিবৃতি দিয়েছেন। তিনি বলেন, ছাত্রদের শত্রু এই সরকার মিছিলের উপর হামলা করে তাদের ফ্যাসিবাদী চরিত্রের মুখোশ আবার জাতির সামনে উন্মোচন করেছেন। তিনি হামলাকারীদের শাস্তি ও বিচার দাবী করেছেন।

ছাত্রদল সভাপতি হাবিব-উন-নবী সোহেল ও সাধারণ সম্পাদক নাসির উদ্দিন আহমেদ পিন্টু গতকাল এক বিবৃতিতে ছাত্রদলের কালো পতাকা মিছিলে হামলার নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়ে আহত ছাত্রদল নেতৃবৃন্দের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করে গ্রেফতারকৃতদের মুক্তি দাবী করেছেন। তিনি আগামীকাল বিক্ষোভ সমাবেশ কর্মসূচী সফল করার জন্য দলীয় নেতা-কর্মীদের প্রতি আহবান জানান। পৃথক এক বিবৃতিতে ছাত্রদল নেতৃদ্বয় গতকালের কর্মসূচী সফল করার জন্য দেশব্যাপী ছাত্রদলের নেতা-কর্মীদের অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানিয়েছেন।